বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

হে মুসলিমগণ! ভারতের সাথে সামরিক সমঝোতা প্রত্যাখ্যান করুন এবং এর বাস্তবায়ন রুখে দাঁড়ান... এটা সুস্পষ্ট হারাম, দেশের মুসলিম ও সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ এই চুক্তি মানতে বাধ্য নয়... একমাত্র ইসলামী পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতির ভিত্তিতেই ভারতের সাথে সকল সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে

বিশ্বাসঘাতক হাসিনা এবং তার সরকার দেশের বিরুদ্ধে চরম বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কর্মকাণ্ডে এবং তাদের প্রভূ মার্কিন-বৃটেন-ভারতের প্রতি চরম আনুগত্যে কখনও ক্ষান্ত হবে না। এমনকি ক্ষমতাসীন সরকারের নেতারা শেখ মুজিবের মত ভারতের জন্য নিজেদের রক্ত দিতেও প্রস্তুত, যেহেতু তারা প্রকাশ্যে এবং নির্লজ্জভাবে ভারতের সাথে তাদের সম্পর্ককে "রক্তের সম্পর্ক" হিসেবে আখ্যা দেয়। এমতাবস্থায়, তাদের বিশ্বাসঘাতক কর্মকাণ্ডের চিরসমাপ্তি ঘটাতে এবং জনগণের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার প্রকৃত পরিবর্তন আনতে এই সরকারকে অপসারণ করে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নেতৃত্বে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এবং এই মুহূর্তে জনগণকে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সরকারের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ নীতিগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং সর্বাত্মকভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। এটাই **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর পক্ষ থেকে দেশের নিষ্ঠাবান, সচেতন ও সাহসী জনগণ এবং সেনাঅফিসারগণের প্রতি আহ্বান; এই সরকারকে অপসারণ করে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সর্বশক্তি দিয়ে আত্মনিয়োগ করুন, এবং একই সাথে সরকারের দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। ৭-১০ এপ্রিল, ২০১৭, ভারত সফরে, শেখ হাসিনা কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রতিরক্ষা সমঝোতা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত এবং দেশের জনগণ ও সেনাঅফিসারদের এর বাস্তবায়নকে প্রতিহত করতে হবে – এটাকে চুক্তি কিংবা সমঝোতা স্মারক যে নামেই ডাকা হোক না কেন এবং এর সময়সীমা ৫ কিংবা ২৫ বছর যাই হোক না কেন। এই সমঝোতা সুস্পষ্ট হারাম; এবং এটা আমাদের সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করবে এবং তাদের উপর ভারতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ভাষায় মুসলিমদেরকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সামরিক চুক্তি করতে নিষেধ করেছেন, তিনি (সাঃ) বলেন, **"মুশরিকদের আগুন হতে আলো গ্রহণ করো না।"** অন্যকথায়, মুশরিকদের আগুনকে তোমাদের আলো বানিওনা। এই হাদীসে ব্যবহৃত আগুন শব্দটি সামরিক শক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং, কাফির রাষ্ট্রসমূহের সাথে সামরিক চুক্তি এবং সামরিক জোট শারী'আহ্ কর্তৃক হারাম; এবং এই নিষেধ সুনির্দিষ্ট, অর্থাৎ অন্যকিছুর সাথে সম্পৃক্ত নয়, তাই এটিকে পানি বন্টন কিংবা বাণিজ্য ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না। সুতরাং এটা বলা যাবে না যে, যদি তারা তিস্তা কিংবা আমাদের জাতীয় স্বার্থে অন্যকোন চুক্তি করে তবে আমরা তাদের সাথে সামরিক চুক্তি করতে পারব। বরং, সামরিক চুক্তিসমূহ একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীভূক্ত এবং সামরিক চুক্তি করা হারাম, এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, বাকি সবকিছুই অগ্রাহ্য। তাছাড়া, এই সামরিক সমঝোতা আমাদের সামরিক বাহিনীর উপর ভারতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে, এবং এটাও শারী'আহ্ কর্তৃক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এবং এটা রাজনৈতিক আত্মহননের শামিল। তারা যে আমাদের সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করার এবং এর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দূরভিসন্ধি পোষণ করে তা হাসিনা কর্তৃক ভারত-মার্কিন স্বার্থে পিলখানা হত্যাকাণ্ড এবং মেধাবী সেনাঅফিসারদেরকে গুম, গ্রেফতার, বরখাস্ত, ইত্যাদির মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। মুসলিমদের উপর কাফিরদের আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে মেনে নেয়াকে নিষিদ্ধ করে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"এবং কিছুতেই আল্লাহ্ মুসলিমদের উপর কাফিরদের কোন পথ রাখবেন না।" [সূরা আন-নিসা : ১৪১]

ভারত একটি শত্রুরাষ্ট্র, যা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত। তাই সরকার যতই এটিকে বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র, ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী কিংবা অন্যান্য সুশোভিত ভাষায় উপস্থাপনের চেষ্টা করুক না কেন এই সংজ্ঞা কখনও পরিবর্তন হবার নয়,

"আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলিমদের প্রতি অধিক শত্রুতা পোষণকারী হিসেবে ইহুদী এবং মুশরিকদের পাবেন।" [সূরা আল-মা'য়িদা : ৮২]

ভারত আমাদের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাদের হাত মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত, যাদের অনেকেই বাংলাদেশের মুসলিম। এবং এটি ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের মত একটি দখলদার শত্রুরাষ্ট্র, কারণ সে আমাদের ভূ-খন্ড কাশ্মিরকে জোরপূর্বক দখল করে রেখেছে। কাশ্মির একটি ইসলামী ভূ-খন্ড, তাই এটি আমাদের ভূ-খন্ড। সুতরাং কাশ্মিরকে ভারত কর্তৃক অবরুদ্ধ রেখে তার মিলিয়ন ডলারের ঋণ আমাদের কিনতে পারে না, অথবা আমাদের শহীদদের রক্তের ক্ষতিপূরণ হতে পারে না, কিংবা এর জন্য আমরা কাশ্মিরের সাথে আমাদের ইসলামী বন্ধনকে ছিন্ন করতে পারি না, এমনকি ভারতের যদি বাংলাদেশের প্রতি কোন চক্রান্তমূলক পরিকল্পনা ও আগ্রাসী নীতি নাও থাকে। ইসলামী দায়িত্ব অনুযায়ী, ভারতের দখলদারিত্ব হতে কাশ্মিরকে মুক্ত করা বাংলাদেশের মুসলিম এবং তাদের সেনাবাহিনীর উপর অর্পিত দায়িত্ব, ইসলামের এই চরম শত্রুর সাথে সামরিক সমঝোতাতো দূরের কথা, যেকোন সমঝোতাই নিষিদ্ধ।

এই ছিল ভারতের সাথে প্রতিরক্ষা সমঝোতার ক্ষেত্রে আল্লাহ্'র হুকুম, মুসলিমরা যা মেনে চলতে বাধ্য। এবং বাস্তবতা নিরিখে পর্যালোচনা করলেও এই সমঝোতা স্মারক দেশের স্বার্থ পরিপন্থি, যা এক ভয়াবহ বিপদ টেনে আনছে:

১. এই প্রতিরক্ষা সমঝোতা ক্রুসেডার মার্কিন ও মুশরিক ভারতের মধ্যকার কৌশলগত অংশীদারিত্বের কাঠামোর মধ্যে পড়ে, যা তারা এই অঞ্চলে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গড়ে তুলেছে। যার অংশ হিসেবে মার্কিনীরা ভারতের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে, এবং এই লক্ষ্যে অত্যাধুনিক সামরিক প্রযুক্তি স্থানান্তরসহ ভারতের সামরিক শিল্প গড়ে তুলছে। মার্কিনীরা চীনকে নিয়ন্ত্রণ (Asian Pivot strategy) এবং দ্বিতীয় খিলাফতে রাশেদাহ্'র উত্থানকে বিলম্বিত করতে (Counter Terrorism strategy) ভারতকে তার আঞ্চলিক মোড়ল হিসেবে দেখতে চায়। এই জন্য মার্কিনীরা ভারতের নেতৃত্বে এই অঞ্চলের দেশগুলোর একটি জোট গঠনে কাজ করছে যাতে তারা চীনের সাথে ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে পারে, এবং সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস উগ্রবাদ দমনের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধকে অব্যাহত রাখতে পারে।

২. ভারত হতে টাটা/মারুতি মানের নিম্নশ্রেণীর সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হবে, যা হচ্ছে একটি মারাত্মক কৌশলগত ত্রুটি।

৩. আমাদের সামরিক বাহিনীর সাথে যৌথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভারত আমাদের সামরিক কৌশল ও সক্ষমতার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য জেনে যাবে, যা তাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং আমাদের সামরিক বাহিনীর উপর প্রাধান্য বিস্তারে কৌশলগত দিক থেকে এগিয়ে রাখবে।

৪. হাসিনা এবং তার প্রভূরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভিন্ন ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করে আমাদের সামরিক বাহিনীর ইসলামী চেতনাকে ধ্বংস করে দিতে চায় এবং এই প্রতিরক্ষা সমঝোতা তাদের এই ঘৃণ্য আকাঙ্খা পূরণে ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে। গত বছর সীমান্ত এলাকায় আমরা রাখিবন্ধন প্রত্যক্ষ করেছি যেখানে বিএসএফ-এর মহিলা সৈনিকেরা বাংলাদেশের পুরুষ সৈনিকদের হাতে তাদের ভাষায় পবিত্র রাখি পরিয়ে দেয় এবং অপরদিকে আমাদের সৈনিকেরা তাদেরকে রক্ষার প্রতিজ্ঞা করে!

৫. এই সমঝোতা বাংলাদেশের সাথে চীনের দূরত্ব বাড়াবে, যে চীন বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করে এবং বাংলাদেশকে স্থায়ীভাবে ভারতের উপর নির্ভরশীল করে তুলবে, যে ভারত আমাদের প্রধানতম একটি শত্রু রাষ্ট্র এবং যার অবস্থান আমাদের তিন দিকে।

হে মুসলিমগণ!

একমাত্র ইসলামের ভিত্তিতেই ভারতের সাথে আমাদের সকল সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। ইসলামী আক্বীদাহ্ হচ্ছে আমাদের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতির মৌলিক ভিত্তি, এবং একমাত্র ইসলাম আমাদের জাতীয় পরিচয়কে সংজ্ঞায়িত করে, বাংলাদেশী কিংবা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ নয়। ইসলাম আমাদেরকে নির্দেশ দেয় যেন আমরা ভারতকে ইসলামী শাসনের অধীনে ফিরিয়ে আনি যেহেতু এটা পূর্বে ইসলামী ভূ-খন্ড ছিল, এবং এটাই ভারতীয় আগ্রাসন বন্ধের একমাত্র নিশ্চিত পথ। বাংলাদেশের সাধারণ মুসলিমদের মত এদেশের সামরিক অফিসার ও সৈনিকেরা জিহাদের মাধ্যমে ভারতকে জয় করার এবং কাশ্মিরের মজলুম জনগণকে ভারতীয় যুলুম হতে মুক্ত করার ইসলামী চেতনাকে লালন করে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে নিজস্ব সমর শিল্প গড়ে তুলে এই বাহিনীকে শক্তিশালী করে তুলতে সম্ভাব্য সবকিছু করা। আসন্ন খিলাফতের নেতৃত্বের অধীনে তা বাস্তবায়িত হবে, ইনশা'আল্লাহ্। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, **"তোমাদের মধ্যে একটি সেনাবাহিনী ভারত জয় করবে, আল্লাহ্ তাদের জন্য ভারতকে মুক্ত করে দিবেন এবং তারা ভারতের শাসকদেরকে শৃংখলিত করে নিয়ে আসবে; যখন তারা (ভারত হতে) ফিরে আসবে – ততক্ষণে আল্লাহ্ তাদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিবেন – তখন সিরিয়াতে ঈসা ইবনে মরিয়মের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে।"** কিন্তু হাসিনার দালাল সরকার এই বাহিনী হতে ইসলামের সকল চিহ্ন মুছে ফেলতে ধারাবাহিকভাবে সম্ভাব্য সবকিছুই করছে। এবং এই ঘৃণ্য সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্রের সাথে এখন যুক্ত হয়েছে অপমানজনক সামরিক সমঝোতা চুক্তি, যাতে ভারত আমাদের সেনাবাহিনীকে দুর্বলতর করতে এবং এর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

আর নীরব থাকবেন না, এসব বিশ্বাসঘাতক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন, এবং আপনাদের পরিবারে, অফিসে, বাজারে এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে... বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক মহলে... জনমত গড়ে তুলুন... সরকারকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করুন। এবং মনে রাখবেন বিএনপি জোট কেবলমাত্র জনগণের আবেগকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে ভারত বিরোধীতার রাজনীতি করে। সুতরাং, পরিত্রাণের পথ হিসেবে তাদের মুখাপেক্ষী হবেন না; বরং আপনাদের সঙ্কট নিরসনে একমাত্র ইসলামকে সমাধান হিসেবে গ্রহণ করুন। বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন এবং বিদেশী শক্তিসমূহের কবল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে দ্বিতীয় খিলাফতে রাশেদাহ্ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

হে নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসারগণ!

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

"প্রত্যেক মুসলিমই ইসলামের পদগুলোর মধ্যে একটি পদে বহাল, সে তার পদে থেকে ইসলামকে রক্ষা করবে এবং ইসলামের পরাজয় হতে দিবে না।"

আমরা আপনাদেরকে আহ্বান জানাই, ইসলামের স্বার্থে আপনাদের পদের ক্ষমতাকে ব্যবহার করুন, ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করুন এবং সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিক রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক আপনাদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকে মেনে নিবেন না। আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামের শত্রু, মার্কিন-বৃটেন-ভারতের সাথে যুদ্ধ করা, তাদেরকে পরাজিত করা, ইসলাম এবং মুসলিমদের রক্ষা করা, বিশ্বব্যাপী ইসলামের ন্যায়বিচারকে ছড়িয়ে দেয়া... কাফির-মুশরিক রাষ্ট্রসমূহকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না, তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়াতো দূরের কথা। অথচ এই ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সরকার আপনাদেরকে নির্দেশ দেয় যেন আপনারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ মেনে নেন। সুতরাং, সাহসের সাথে এই সরকারের প্রতি ঘোষণা করুন, **"আমি কখনও অপরাধীদের সহযোগী হবো না"** [সূরা আল-কাসাস : ১৭]

আপনারা কি প্রত্যক্ষ করেন না যে, হাসিনা আপনাদেরকে অপমানজনক পরিস্থিতির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং ধ্বংসের দিকে ধাবিত করছে? আপনাদের অবস্থান পুনঃবিবেচনা করুন, যেহেতু আপনারা মুহাম্মদ বিন কাশিম এবং বখতিয়ার খিলজির উত্তরসূরী যারা এই উপমহাদেশের মজলুম জনগণকে মুক্ত করেছিলে এবং ৫০০ বছর শাসন করেছিলেন। সুতরাং, আপনাদের অবস্থান রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত সরকারী সচিব কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিংবা এরকম কিছুর মত নয়। বরং, আপনাদের হাতে রয়েছে সামরিক ক্ষমতা, যার দ্বারা আপনারা বর্তমান বাস্তবতাকে পরিবর্তন এবং সরকারকে অপসারণ করতে সক্ষম... আসুন; আপনাদের দ্বীন, আল-ইসলামের স্বার্থে আপনাদের ক্ষমতাধর অবস্থানকে কাজে লাগান। বিশ্বাসঘাতক হাসিনাকে অপসারণ করে দ্বিতীয় খিলাফতে রাশেদাহ্ প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্রীর**-কে নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) প্রদানের কাজে সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসুন, যা আপনাদেরকে ভারত জয়ের দিকে নিয়ে যাবে... মনে রাখবেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, **"জেনে রাখ যে, তরবারির ছায়ার নীচেই জান্নাত।"**

১৯ রজব, ১৪৩৮ হিজরী
১৬ এপ্রিল, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

www.ht-bangladesh.info | contact@ht-bangladesh.info

হিযবুত তাহ্রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সাথে যোগাযোগের তথ্য: htmedia.bd@outlook.com

হিযবুত তাহ্রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ